প্রেতপুরী।

নবম সর্গ ঃ সংস্ক্রিয়া

বর্ণনীয় বিষয়

(১) রাবণের বিষণ্ণতা ও রামচন্দ্রের নিকট দূত প্রেরণ।
(২) রামচন্দ্রের নিকট রক্ষদূতের আগমন ও সময় প্রার্থনা।
(৩) সীতা ও সরমার কথোপকথন।
(৪) প্রমীলা-কর্তৃক পতির শবদেহ-অনুগমন।
(৫) মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

রাবণের বিষণ্ণতা ও রামচন্দ্রের নিকট দূত প্রেরণ ঃ প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে রাবণ সেই জয়ধ্বনি শুনে বিস্মিত হয়ে মন্ত্রী সারণকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সারণ বললেন ঃ গত রাত্রে গন্ধমাদন-পর্বত-দেবাত্মা নিজে এসে মহৌষধ দান করে লক্ষ্মণের জীবন দান করেছেন। সেইজন্য সৈন্যদল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। রাবণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন ঃ বিধির বিধি কে খণ্ডন করতে পারে ? না হলে যে শত্রুকে আমি মেরে ফেললাম, সে কি করে আবার বাঁচে ? বুঝতে পারছি, রাক্ষস-গৌরব-সূর্য এবার অস্তমিত। যাও সারণ, তুমি রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে বল, সাতদিন তুমি এখানে শত্রুভাব ত্যাগ করে বাস কর। রাজা পুত্রের সংস্ক্রিয়া সাধন করতে ইচ্ছা করেন।

রামচন্দ্রের নিকট রক্ষদূতের আগমন ও সময় প্রার্থনা ঃ সারণ সঙ্গিদলসহ সমুদ্রকূলে রামচন্দ্রের শিবিরে উপস্থিত হলেন। বার্তাবহ সারণের আগমন বার্তা দিলে রামচন্দ্র তাঁকে আসতে বললেন। সারণ এসে বললেন ঃ রাবণ পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে ইচ্ছা

Scanned with CamScanner

করেন। তুমি বৈরিভাব পরিত্যাগ করে সাতদিন এখানে বাস কর। দৈববশে রাবণ বিপন্ন। তাঁর প্রার্থনা পূরণ কর। রামচন্দ্র বললেন ঃ রাবণ আমার চরম শত্রু। তথাপি তাঁর দুঃখে আমি দুঃখী। যাও তুমি লঙ্কাধামে ফিরে গিয়ে রাবণকে বল, আমি সাতদিন অস্ত্র ধরব না। সারণ রামচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

সীতা ও সরমার কথোপকথন ঃ অশোকবনে সীতা বসে আছেন। সরমা সেখানে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। সীতা বললেন ঃ এ দু'দিন ধরে পুরবাসীদের মুখে শুধু কান্না শুনছি কেন ? কাল সারাদিন আর্তনাদ শুনতে পেলাম। যুদ্ধে কে হারল বা কে জিতল ? গতকাল ত্রিজটা রাক্ষসী আমাকে তরবারি দ্বারা কাটতে এলে আর এক রাক্ষসী তাকে বাধা দিল। সরমা বললেন ঃ মেঘনাদ নিহত। তাই লঙ্কায় দিনরাত হাহাকার। মন্দোদরী কাঁদছেন। তোমার দেবর লক্ষ্মণ এই অসাধ্য সাধন করেছেন। সীতা বললেন ঃ ধন্য লক্ষ্মণ। এতদিনে বুঝি আমার বন্দিদশা ঘুচে গেল। হাহাকার ধ্বনি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল। সরমা বললেন ঃ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। রামচন্দ্র সাতদিন সময় দিয়েছেন। প্রমীলা দাহস্থলে জীবনত্যাগ করে স্বর্গে চলে যাবে। সীতা বললেন ঃ আমার জন্ম অত্যন্ত অশুভক্ষণে। যেখানে যাই সেখানকার সুখের প্রদীপ আমার জন্যে নিভে যায়। আমার জন্য লক্ষ্মণ বনবাসী, শ্বশুর অকালে মারা গেলেন, জটায়ুরও মৃত্যু হ'ল, শেষে ইন্দ্রজিতেরও মৃত্যু হ'ল। এবার প্রমীলার মৃত্যু হবে। সরমা বললেন ঃ তোমার কোন দোষ নেই। রাবণ নিজ কর্মদোষে মরতে বসেছে।

প্রমীলা-কর্তৃক পতির শবদেহ অনুগমন ঃ পশ্চিমদ্বার খুলে গেলে লক্ষ লক্ষ রক্ষঃসেনা স্বর্ণদণ্ড হাতে নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়ল। কাতারে কাতারে পদাতিক, হস্তীবাহিনী, অশ্বারোহী, রথীবৃন্দ সঙ্গে চলল। প্রমীলার সহচরী বীরাঙ্গনা দল রণবেশে বেরিয়ে এল। সেই সঙ্গে বেরিয়ে এল রক্ষঃনারীবাহিনী। কারো চোখে জল, কারো চোখে ক্রোধের আগুন। নারীবাহিনীর মাঝখানে বড়বা নামে ঘোটকী—তার পৃষ্ঠে রণবেশে প্রমীলা সুন্দরী। কিংকরীর দল চারদিক থেকে চামর দোলাচ্ছে। গায়কী করুণকণ্ঠে শোকসংগীত গাইছে।

এর মাঝে বের হয়ে এল মেঘনাদের শববাহক রথ। চক্রে তার ঘন বিজলীর ছটা। রথের মধ্যে শোভা পাচ্ছে ভীম ধনু, তূণীর ভল্লক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও অন্যান্য অস্ত্র। রথের উপর স্বর্ণমুদ্রা ছড়ানো হচ্ছে, সুবাসিত জল ঢালা হচ্ছে। রথ চলল সিন্ধুতীরে।

প্রমীলা মেঘনাদের শবের পাশে উপবিষ্ট। ললাটে তাঁর সিন্দূর বিন্দু, গলে ফুলমালা, মৃণালভুজে কংকণ। নারীবৃন্দ চারদিক থেকে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে। ক্রন্দনরোলে আকাশ বাতাস মুখরিত। প্রমীলা নীরবে বসে আছেন পতির পাশে। বেদজ্ঞগণ উচ্চস্বরে বেদ পাঠ করছেন। চারদিকে অসংখ্য সুবর্ণ দীপ। ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজছে। সধবা রক্ষ নারীগণ হুলুধ্বনি দিচ্ছে।

লঙ্কেশ্বর রাবণ বেরিয়ে এলেন। চোখ তাঁর অশ্রুভরা। সঙ্গে নীরব সচিববৃন্দ। তাঁর পিছনে বেরিয়ে এল লঙ্কাপুরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। সকলের গতি সিন্ধুতীরে।

Scanned with CamScanner

রামচন্দ্র অঙ্গদকে বললেন ঃ রাবণের শোকে আমার হৃদয় অস্থির। দশ শত রথী সঙ্গে নিয়ে তুমি মিত্রভাবে সিন্ধুতীরে গিয়ে রাবণকে সান্ত্বনা দাও।

মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ সাগরতীরে চিতা রচিত হ'ল। ভারে ভারে সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ ও ঘৃত আনা হ'ল। মন্দাকিনী পূতজলে শবদেহ ধোয়ানো হ'ল। তারপর কৌষিক বস্ত্র পরিয়ে দাহস্থানে রক্ষা করা হ'ল। প্রমীলা স্নান করে শরীর থেকে সব আভরণ খুলে ফেলে সখিদলকে বললেন ঃ এতদিনে আমার জীবনলীলা শেষ হ'ল। তোমরা সব দৈত্য-দেশে ফিরে যাও। আমার বাবা মাকে সব কথা ব'লো। মাকে ব'লো, যাঁর হাতে তিনি সঁপে দিয়েছিলেন আমাকে, তাঁর সাথেই আমি চললাম। পতি ছাড়া নারীর তো আর কোন গতি নেই।

এই বলে প্রমীলা চিতায় উঠে মেঘনাদের শবের পদতলে বসলেন। রাক্ষসবাদ্য বাজতে লাগল। বেদজ্ঞ উচ্চকণ্ঠে বেদমন্ত্র পাঠ করতে লাগল। রক্ষ-নারীবৃন্দ হুলুধ্বনি দিতে লাগল। চারদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

রাবণ সামনে এগিয়ে এসে বললেন ঃ মনে বড় আশা ছিল, মেঘনাদ, তোমাকে রাজ্যভার বুঝিয়ে দিয়ে আমি চোখ বুজব। কিন্তু বিধি আমার সে ইচ্ছায় বাদ সেধেছেন। আশা ছিল, সিংহাসনে তোমাকে রাজা হিসাবে দেখব, বামে বসে থাকবে রক্ষকুলবধূ। কিন্তু সব আশা ব্যর্থ হ'ল। এখন কেমন করে আর লঙ্কাধামে ফিরে যাব? রাণী মন্দোদরীকে আমি কিভাবে সান্ত্বনা দেব!

রাবণের শোক দেখে কৈলাসে শিব অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়লেন। তাঁর মাথার জটা নড়তে লাগল। সর্পদল ভীষণ গর্জন করতে লাগল। কৈলাস পর্বত থরথর করে কাঁপতে লাগল। সমস্ত বিশ্ব আতঙ্কিত। পার্বতী করজোড়ে বললেন ঃ তুমি ক্রুদ্ধ হচ্ছ কেন? বিধির বিধানে মেঘনাদ নিহত। রঘুরথীর কোন দোষ নেই। তবে তাকে যদি বিনাশ কর, আগে আমাকে ভস্ম কর।

শিব বললেন ঃ আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তুমি জান, আমি রাবণকে কত ভালবাসি। তথাপি তোমার অনুরোধে আমি রাম-লক্ষ্মণকে ক্ষমা করলাম।

অগ্নিদেবকে তিনি বললেন ঃ তোমার স্পর্শে পবিত্র করে রাক্ষস দম্পতিকে এখানে নিয়ে এস।

অগ্নি বিদ্যুৎবেগে ধেয়ে গেল মর্ত্যলোকে। সহসা চিতা জ্বলে উঠল। সকলে সচকিত হয়ে দেখলেন আগ্নেয় রথে স্বর্ণ-আসনে মেঘনাদ বসে আছেন, বামে বসে আছেন প্রমীলা।

রথ আকাশপথে বেগে উঠে গেল। দেবতাগণ পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। সকলে পরম যত্নে ভস্মরাশি কুড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। দাহস্থল জাহ্নবীর জলে ধৌত করা হ'ল। লক্ষ রক্ষশিল্পীর দল চিতার উপর অভ্রভেদী স্বর্ণমঠ নির্মাণ করে দিল।

রক্ষদল সিন্ধুর জলে স্নান করে ভারাক্রান্ত চিত্তে লঙ্কাধামে ফিরে গেল।

মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এই সর্গের মুখ্য বিষয়বস্তু বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'সংস্ক্রিয়া'।

Scanned with CamScanner